স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

**হ্যানিম্যান হল**

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার [illegible] বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

**হ্যানিম্যান হল,** খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

**বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক**

জল গম্বুজের নিকট

পাঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই আষাঢ় বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 26th June. 1963 { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।



সকল ঘরের তরে ..

**দীপ্তি লণ্ঠন**

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seave

**রান্নায় আনন্দ**

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল ও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.

**খাস জনতা**

কেরোসিন কুকার

মজবে তাস্থায় ও বিপুলতা আবারে।

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

*জঙ্গিপুর সংবাদ* সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

# বিপত্তারিণীর বিপদ

—•—

দীনতারিণি! দুরিত-হারিণি!
সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-ত্রিগুণধারিণি!
সৃজন-পালন-নিধনকারিণি!
সগুণা, নির্গুণা, সর্ব্বস্বরূপিণি!
ত্বং হি কালী-তারা পরমা প্রকৃতি—
ত্বং হি মীন-কুর্ম্ম-বরাহ প্রভৃতি—
ত্বং হি জল-স্থল-অনিল-অনল,
ত্বং হি ব্যোম, ব্যোমকেশ-প্রসবিনী।
সাকার সাধকে তুমি যে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়
সেই তুমি নগ-তনয়া জননী।
যদবধি যার অভিসন্ধি রয়,
তদবধি তোমা পরব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়
তথাপি তোমারে চিনিতে পারেনি।

—•—

দেবি জগন্ময়ি! দীন দয়াময়ি।
শৈল সুতে করুণা-নিকরে।
চণ্ড বিনাশিনি! মুণ্ড-নিপাতিনি,
দুর্গা-বিঘাতিনি! মুখ্যতরে।
কালি কপালিনি! মস্তকমালিনি!
খর্পরধারিণি! শূল-ধরে!
চণ্ডি! দিগম্বরি! ঈশ্বরি! শঙ্করি!
কৌশিকি! ভারত-ভীতিহরে॥

উপরে লিখিত অংশ দুটির প্রথমটি জনৈক ঐশ্বর্য্যশালী কালীভক্ত কবির রচিত। তিনি তাঁহার উপাস্য দেবী কালীকে যে সকল গুণের অধিকারিণী দেবীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয়—তাঁহার আরাধ্যা দেবী একাধারে কত শক্তিশালিনী ভক্তের সকল কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। রচয়িতা শক্তিউপাসক শাক্ত।

দ্বিতীয় কবিতাটি নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় অদ্বিতীয় কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত।

তখনকার কবিরাও স্ব স্ব রচিত কবিতায় নিজের নাম উল্লেখ করিতেন। এই নামোল্লেখকে ভণিতা বলে। কবিতায় রচয়িতার নামের ভণিতা দেখিয়া মনে হয় যে সেকালেও রচনা চোরের অভাব ছিল না। অন্যের রচনাকে নিজের বলিয়া প্রকাশ করার নির্লজ্জতা অনেকের ছিল। কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁহার রচনার শেষে "ভারত-ভীতিহরে" দিয়া মা-কালীকে রচয়িতা ভারতচন্দ্রের এবং তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষের ভীতি হরণ করিবার জন্য নিবেদন করিয়াছেন।

পৃথিবীর সব দেশেই বহুদিন হ'তে সমাজ ও ধর্ম্ম আছে। এক ধর্ম্মী লোকের মধ্যেও মতান্তর আছে। ইংলণ্ডেও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে প্রোটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিক প্রভৃতি সম্প্রদায় ভেদ আছে। মুসলমান ধর্ম্মেও শিয়া ও সুন্নী ইত্যাদির পার্থক্য আছে। হিন্দুদের মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ভেদের অভাব নাই। বৈষ্ণবদের মধ্যে রামায়েত, নিমায়েত, আউল, বাউল, দরবেশ (মুসলমানেরও) ইত্যাদি দেখা যায়। সুতরাং পরমহংসদেবের উক্তি যত মত তত পথ খুবই সত্য।

সব সম্প্রদায়ের দলাদলির বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। কেবলমাত্র এক হিন্দুধর্ম্মের শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের সামান্য অংশ বর্ণনা করিয়া ধর্ম্মের ব্যবসা ও বুজরুক দেখাইবার চেষ্টা করিব। শাক্তের কালীপূজার বাদ্যযন্ত্র ঢাক। বৈষ্ণবের হরি-সংকীর্ত্তনের বাদ্যযন্ত্র খোল। একজন যদি বলে "ঢাক" অর্থাৎ ঢেকে দে—অন্যে যদি বলে "খোল" অর্থাৎ খুলে ফেল। বলুন দেখি ঠিক উল্টো কিনা? বৈষ্ণব শাক্তকে বলে তোমার বলি আছে—বলিদান কর পাঁঠা, মেষ। শাক্ত অমনি বলে উঠবে তোমার বলি নাই? নামাবলী? পদাবলী? বুঝি বলী নয়? তবে আমাদের একটা বলী বেশি হয় বলে সেটা আধাআধি ক'রে ভাগ করে নিয়েছি।

বৈষ্ণব বলীর ভাগ নেওয়া শুনে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে কি? শাক্ত তখন বলে দিল-তোমাদের নামাবলী আর পদাবলী এই দুটো। আমাদের হাত দিয়ে হয় তিনটে বলী। (১) পাঁঠাবলী, (২) মেষবলী, (৩) মহিষবলী একটা বেশী হয় বলে একটার আধাআধি করা হয়েছে। বৈষ্ণব যখন জানতে চাইল তখন শাক্ত বলে উঠলো মহিষবলীর যদি অর্দ্ধেক না নিলে তবে তোমাদের কৃষ্ণের দাদা বলরাম শিঙে পেলে কোথা? এক শিং আমরা দিয়েছি শিবের হাতে। দেশ দুনিয়ার লোক দেখছে তা। বিষ্ণু-মন্দিরে বা হরিনাম সংকীর্ত্তনে যে খোল বাজাও তার সমস্ত অঙ্গে গো-চর্ম্ম দিয়ে তৈরী।

সংবাদপত্রে প্রকাশ—জনৈক সাধু অন্য প্রদেশে চোর ডাকাইত সবকে সাধুত্বে পরিণত করিয়া হিন্দুর আরাধ্যা দেবী কালী-মার প্রতি কালিমা আরোপ করিয়া হিন্দুগণের হৃদয়ে ব্যথা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা কালী-বিদ্বেষী সাধু বাবার ভোজন এবং ভজন বিবেচনা করিয়া মা কালীকে রেহাই দিতে অনুরোধ করি। যদি তিনি কোনদিন মধু সেবা করিয়া থাকেন তাহা যে মধু-মক্ষিকা পুষ্পে পুষ্পে মধু আহরণ করতঃ সেই মধু নিজ নির্ম্মিত মৌচাকে বমি করিয়া রাখে বাচ্চাতে খাইবে বলিয়া। তাঁহার ভক্ষিত মধু কতগুলি মৌ-শাবকের আহার্য্য। ইহাতে কতগুলি প্রাণী হিংসা হয় তাহার হিসাব সাধু বাবা করিবেন কি? হিন্দীভাষী সাধু বাবার বোধগম্য হইবে বলিয়া জনৈক হিন্দী কবির কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

নখ বিন্-কাটা দেখে শির ভর জটা দেখে
যোগী কান কাটা দেখে ছার লাগায় তন্‌মে।
মৌনী অন্‌বোল দেখে কর্ত্তা, কলেল দেখে
বনখণ্ডী খন্‌মে
এই সা যোগী না দেখে
যিনকা লোভ নেহি হায় মন্‌মে।

———

## ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী জঙ্গিপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী শ্রীসিতাংশু হালদার গত ২৪।৬।৬৩ তারিখে মিঠিপুর ইউনিয়ন এবং জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকাস্থিত ৬২ জন ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্বভোগীদের চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন। উক্ত দিন মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রথম ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ করেন "দাদাঠাকুর" নামে পরিচিত শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়। মাননীয় উপ-মন্ত্রী শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে দাদাঠাকুরকে তাঁর প্রাপ্য টাকা প্রদান করেন।

## শিক্ষক দরদে ও শ্রদ্ধায় খৈরাটী

বিগত ১৫ই জুন, ১৯৬৩ তারিখে খৈরাটী "শম্ভুনাথ ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয়ে"র সহকারী শিক্ষক লুৎফল হক সাহেবের বদলী উপলক্ষে এক বিদায়সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ, অভিভাবকগণ, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীগণের বিদায়-ব্যথাপূর্ণ ভাষণে ও স্মৃতিরক্ষার্থে ফটো গ্রহণে একদিকে যেমন শিক্ষকের প্রতি দরদ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি শিক্ষকের জনপ্রিয়তা ও যোগ্যতার পরিচয়ও শিক্ষককুলের গর্ব্বের নিদর্শন। এ হেন শিক্ষক, জনসাধারণ ও ছাত্রছাত্রী এই তিনের একত্রে মিলন ত্রিবেণীসম ঐশ্বরিক দান। —জনৈক সংবাদদাতা

## ছাত্রের মর্ম্মান্তিক মৃত্যু

বহরমপুর সদর মহকুমার জিতপুর উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর কৃতী ছাত্র শ্রীসুভাষচন্দ্র পাল গত ১১ই জুন অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। রসায়নাগারে ছাত্রগণ স্পিরিট ল্যাম্পের অভাবে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় স্পিরিট ঢালিয়া কার্য্য করার সময় এই অনর্থ ঘটে বলিয়া প্রকাশ। জনৈক পিয়নও সাংঘাতিকভাবে দগ্ধ হইয়াছে।

## ভাদুই ধান ও পাট

জঙ্গিপুর মহকুমার বাগড়ি অঞ্চলে ভাদুই ধান ও পাট ফসল ভাল হইয়াছে। বালি মাটির জমির পাট 'মেড়া' নামক এক জাতীয় বড় পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিতেছে। এই পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি? এ বিষয়ে মহকুমা কৃষি-অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

## অবিবাহিতের কর

কেন্দ্রীয় শাসিত মিনিকয় দ্বীপের প্রত্যেক অবিবাহিত নারীর নিকট হইতে ২৫ নয়া পয়সা, প্রত্যেক অবিবাহিত পুরুষের নিকট হইতে ৩৭ নয়া পয়সা এবং প্রত্যেক অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ যুগলের নিকট হইতে ৭৫ নয়া পয়সা কর আদায় করা হইতেছে। কবে হইতে এই কর আদায় হইতেছে জানা যায় না এবং ইহা হইতে আয় বেশী নয়। ১৯৬২-৬৩ সালে ইহা হইতে আয় হইয়াছে ৭০০৲ টাকার কিছু বেশী এবং এক বছর আগে আয় হইয়াছিল ৬৮৮ টাকা। লাক্ষা দ্বীপে বাল্যবিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত। ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ আইন এ দ্বীপে প্রযোজ্য নয়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর প্রচলিত মুসলিম আইন অনুযায়ী স্ত্রীকে ভরণপোষণের খরচ দিতে হয় কিন্তু এ সম্পর্কে আইনে কোন বিধান নাই।


## বাসগৃহের উপযোগী জমি

রঘুনাথগঞ্জে প্রকাশ্য স্থানে তিনখানি ঘরের ভিত গাঁথা ৫ কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে খবর লউন।

বাটার জুতার দোকান, রঘুনাথগঞ্জ।

WANTED a Matriculate/S. F. clerk for Barala R. D. Sen Higher Secondary (Multi) School on pay and allowance as per G. A. rules. Apply to Secy. by 10. 7. 63.


## ডাকাত হইতে যোগী

দিল্লীর সন্ত কৃপাল সিংহজী মহারাজের শিষ্য স্বামী রামানন্দ ভারত গত কয়েক বৎসর যাবৎ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সমাজ সেবার কার্য করিতেছেন। এই কাজের মধ্য দিয়া পাঞ্জাবের কিছু সংখ্যক দুর্বৃত্তের সঙ্গে পরিচিত হন। স্বামীজী বলেন যে, ৬ জন ডাকাতকে তিনি শান্তির পথে আনিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে চারজন এখন চাষী, একজন বাজারের পাহারাদার, একজন প্রায় যোগী হইয়া গিয়াছেন তবে জীবিকার জন্য এখন সে একটি চায়ের দোকান চালাইতেছে।

## স্বর্ণ-শিল্পীগণের নাম রেজিষ্টারী

ভারত সরকারের নির্দ্দেশক্রমে স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইনে যে সমস্ত স্বর্ণ-শিল্পী বেকার হইয়াছেন তাঁহাদের নাম রেজিষ্টারী করা হইবে। সমস্ত জেলার এস. এল. আর. ও., জে. এল. আর. ও, ও ইন্সপেক্টরগণ উক্ত কার্য্য করিবেন। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ার পূর্ব্বে ছয় মাসের অভিজ্ঞ শিল্পীগণ নাম রেজিষ্টারীর জন্য দরখাস্ত করিতে হকদার হইবেন।

## নিলামের ইস্তাহার

### চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই জুলাই, ১৯৬৩

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৯৯ মনি ডিঃ রহমত সেখ দেং সাহাস সেখ দাবি ১৯৩ টাকা ৮৭ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে ডাহিনা ৫-৪৮ শতকের কাত ২০ টাকা ৭২ নঃ পঃ আঃ ১৬৫০ টাকা খং ৪৬২ স্থিতিবান স্বত্ব

### চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই জুলাই, ১৯৬৩

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

২৬ স্বত্ব ডিঃ অনুকূলচন্দ্র ঘোষ দিং দেং হরেন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ৭৯ টাকা ৬৯ নঃ পঃ থানা ফরাক্কা মৌজে কাশিনগর ৬৭ শতকের কাত ২।০ আঃ ১০০৲ খং ১৮৩

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

**আমলা** কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

---

## সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীললীগোপাল সেন,** কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

---

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং ***বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি*** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

**সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়**

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

## আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

---

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

## ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

## মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, স্থাতকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

---

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
***ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের***

## চ্যবনপ্রাশ

নিয়মিত সেবনে শ্বাস, কাশ ও হাঁপানি রোগ চিরতরে নিরাময় হয়

প্রাপ্তিস্থান—
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।